সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে পুরো মিয়ানমার

মিয়ানমার এখন সেনা সরকারের পুরো কবজায়। মিয়ানমার সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের প্রথম দিনেই ক্ষমতাচ্যুত অং সান সু চির সরকারের অধিকাংশ সদস্যকে বরখাস্ত করে নতুন লোক নিয়োগ করেছে। দুই দিন পেরিয়ে গেলেও মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সু চি ও প্রেসিডেন্ট উয়িন মিন্টসহ কাকে কোথায় কীভাবে রাখা হয়েছে তা প্রকাশ হয়নি।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো বলছে, মিয়ানমারের রাস্তাঘাটে খুব একটা বেশি পরিবর্তন চোখে পড়ে না। সোমবারের সেনা অভ্যুত্থানের পর গতকাল পর্যন্ত মিয়ানমারে বড় ধরনের কোনো বিক্ষোভ হয়নি। পার্থক্য বলতে রাস্তায় রয়েছে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী। তবে সকালে এক ট্যাক্সিচালক এএফপিকে বলেন, আমরা বিক্ষোভ করতে চাই। কিন্তু আমাদের মা (সু চি) তাঁদের হাতে। আমরা খুব বেশি কিছু করতে পারি না।

আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থাগুলোর খবর, মিয়ানমার সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের প্রথম দিনেই সু চি সরকারের ২৪ জন মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীকে বরখাস্ত করেছে। সেই সঙ্গে নতুন ১১ জন মন্ত্রী নিয়োগ করেছে। নতুনদের বেশির ভাগই সিনিয়র সেনা কর্মকর্তা। কয়েকজন রয়েছেন সেনা সমর্থিত দল ইউএসডিপির সদস্য। ইউএসপিডির অন্যতম নেতা উনা মং লউনকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

জানা গেছে, তিনি নভেম্বরের নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন। সেনাবাহিনী পরিচালিত টেলিভিশনে নতুন এসব নিয়োগের ঘোষণা দেওয়া হয়। সোমবার ভোরে মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট উয়িন মিন্ট, ক্ষমতাসীন দলের নেত্রী অং সান সু চিসহ কয়েকজন মন্ত্রীকে আটক করার পর দেশজুড়ে এক বছরের জরুরি অবস্থা জারি করেছে সেনাবাহিনী। এ দিন ভোরের আলো ফোটার আগেই সু চি ও মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট উয়িন মিন্টকে নেপিদো থেকে আটক করে সেনাবাহিনী। এরপর থেকে সু চিকে কোথায় রাখা হয়েছে, বিষয়টি স্পষ্ট করেনি সেনাবাহিনী। তবে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশটির সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের এক দিন পর মঙ্গলবার অং সান সু চির দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) আটক নেতাদের দ্রুত মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

মিয়ানমারের পত্রিকা মিয়ানমার টাইমস জানিয়েছে, মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানে আটক অং সান সু চির দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসির (এনএলডি) মান্দালয়ের আঞ্চলিক কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ এখন সেনাবাহিনী ও পুলিশের হাতে। পুলিশ কার্যালয়টি বন্ধ করে দিয়েছে। কার্যালয়ে অবস্থান করা দলের নেতা-কর্মীদের বের করে দিয়ে এর নিয়ন্ত্রণ নেয় পুলিশ। পুলিশ ওই এলাকায় চলাচল সীমিত করে দিয়েছে এবং পরে কার্যালয়ের ভিতরে তল্লাশি চালায়। এনএলডির তথ্য কমিটির এক সদস্যের বরাত দিয়ে মিয়ানমার টাইমস জানায়, মান্দালয়ের মুখ্যমন্ত্রী এখন গৃহবন্দী আছেন এবং সাগাইংয়ের মুখ্যমন্ত্রী ইউ মিন্ট নাইংকে হুলতাউ চত্বরে রাখা হয়েছে। মান্দালয়ের আঞ্চলিক সরকার ও মান্দালয় সিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির কার্যালয় এখন সেনাবাহিনী ও পুলিশের কয়েকটি ব্যাটালিয়নের নিয়ন্ত্রণে।

এ ছাড়া, মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের আবাসিক ভবনের নিয়ন্ত্রণও এখন তাদের হাতে। আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিয়ানমারের পার্লামেন্টের শত শত আইনপ্রণেতাকে দেশটির রাজধানী নেপিদোতে ‘খোলা জায়গায় বন্দীশিবিরে’ রেখেছে সেনা শাসকরা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক আইনপ্রণেতা বলেছেন, তাদেরকে যেখানে রাখা হয়েছে সেই কম্পাউন্ডটি ‘খোলা জায়গায় বন্দীশিবির’। তিনি আরও বলেছেন, আমি খুবই উদ্বিগ্ন। আমাদেরকে বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। পার্লামেন্টের প্রায় ৪০০ সদস্যের সঙ্গে তিনি নেপিদোতে একটি সরকারি হাউজিং কমপ্লেক্সে রয়েছেন। সেখানে তারা একে অপরের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা টেলিফোনে নিজেদের এলাকায় কথা বলেছেন উল্লেখ করে তিনি আরও জানিয়েছেন, তবে কাউকে কম্পাউন্ডের বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

তিনি বলেছেন, কমপ্লেক্সের ভিতরে পুলিশ ও বাইরে সেনা সদস্যরা টহল দিচ্ছে। অং সান সু চির ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) ও অন্যান্য ছোট ছোট দলের নেতারা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গত রাতটি নির্ঘুম কাটিয়েছেন বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। এনএলডির এক আইনপ্রণেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, ‘শুনেছি, তাদেরকে (সু চি ও মিন্ট) নেপিদোতে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। তাদেরকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই বলে আমাদের জানানো হয়েছে। তারপরও আমরা তাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন। তারা বাসায় রয়েছেন এর ছবি যদি দেখানো হতো তাহলে আমরা অনেকটা নিশ্চিত হতে পারতাম।’

এক দিন পর খুলে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ব্যাংক: মিয়ানমারে সেনা

অভ্যুত্থানের এক দিন পর দেশটির ব্যাংকগুলো খুলেছে। তবে এখনো বন্ধ রয়েছে শেয়ারবাজারের কার্যক্রম। সোমবার নেটওয়ার্ক দুর্বল জানিয়ে আর্থিক সেবা বন্ধ করে দেয় মিয়ানমার ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন। পরে তারা একটি বিবৃতিতে জানায়, মঙ্গলবার ব্যাংক খোলা। অং সান সু চিকে আটকের পর থেকে দেশটির ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। কিছু কিছু জায়গায় টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ব্যাংক, পুঁজিবাজারের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। দেশব্যাপী দোকানপাটও নির্দিষ্ট সময়ের আগে বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য সব কিছুর কারণ হিসেবে নেটওয়ার্ক ত্রুটির কথা বলা হয়। তবে এখনো শেয়ারবাজারের কার্যক্রম বন্ধ আছে।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বসছে নিরাপত্তা পরিষদ: মিয়ানমারে অভ্যুত্থানের ফলে দেশটিতে এখনো থাকা ৬ লাখ রোহিঙ্গা মুসলমানের দুর্দশা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে ভয় পাচ্ছে জাতিসংঘ। মিয়ানমারের অভ্যুত্থান নিয়ে মঙ্গলবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বৈঠক হওয়ার কথা। তার আগের দিন জাতিসংঘের মুখপাত্র মিয়ানমারে থাকা রোহিঙ্গাদের নিয়ে এ উদ্বেগ জানালেন। জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক বলেছেন, এখনো ৬ লাখ রোহিঙ্গা রাখাইনে আছে, যাদের মধ্যে ১ লাখ ২০ হাজার বিভিন্ন শিবিরে আটকা।

তারা স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারছে না; স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। আমাদের ভয় হচ্ছে, এ ঘটনা (অভ্যুত্থান) তাদের পরিস্থিতি আরও খারাপ করে দিতে পারে। মঙ্গলবার মিয়ানমার পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদে রুদ্ধদ্বার আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানিয়েছেন কূটনীতিকরা। যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূত বারবারা উডওয়াড বলেছেন, আমরা সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি হুমকি নিয়ে কথা বলতে চাই; এ বিষয়ে অবশ্যই মিয়ানমারের এশিয়া ও আসিয়ান প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে।

২০১৭ সালে রাখাইনে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা পরিষদ যেসব পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল রাশিয়ার সমর্থন নিয়ে চীন সেসব আটকে দেয়। সোমবার জাতিসংঘের চীন দূতাবাস জানিয়েছে, মঙ্গলবার নিরাপত্তা পরিষদের ব্রিফিংয়ে মিয়ানমারের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও অনেক কিছুই জানা যাবে বলে তারা আশা করছে। জাতিসংঘে চীন মিশনের এক মুখপাত্র বলেছেন, আমরা আরও আশা করছি যে, পরিষদ এমন পদক্ষেপই নেবে যা মিয়ানমারের পরিস্থিতিকে আরও জটিল না করে সেখানকার

স্থিতিশীলতার জন্য সহায়ক হবে।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে: মিয়ানমারে অভ্যুত্থানের পর দেশটিতে আগামী এক বছরের জন্য জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা।

এই ঘটনায় মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে অবস্থানরত লাখ লাখ রোহিঙ্গা মুসলমানদের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের মতে, সেনা অভ্যুত্থানের ফলে রাখাইন রাজ্যে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে। তাদের দুর্দশা আরও অনেকাংশে বেড়ে যাবে। সূত্র: দ্য স্ট্রেইটস টাইমস।

এ বিষয়ে জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টেফানে দুযারিক বলেছেন, ‘মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে এখনো ৬ লাখ রোহিঙ্গা রয়েছে। এর মধ্যে ১ লাখ ২০ হাজার ক্যাম্পে বন্দী অবস্থায় আছেন। তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না। মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষায় তাদের সুযোগ খুবই সীমিত। আমরা শঙ্কা করছি, দেশটির নতুন এই সেনা অভ্যুত্থান সেখানে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি আরও অবনতি ঘটাবে।

মিয়ানমার পরিস্থিতিতে বিএনপির উদ্বেগ

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংসদ বাতিল করে মিয়ানমারের সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিএনপি। গতকাল মঙ্গলবার বিএনপির সহ-দফতর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘গণতন্ত্র, সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন, আইনের শাসন ও মৌলিক মানবাধিকার অগ্রাহ্য করে জনগণের ওপর কর্তৃত্ববাদী শাসনের নির্মম শিকার বাংলাদেশের জনগণের অভিজ্ঞতার

পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি মনে করে যে, দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে মিয়ানমারের জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার ও শাসনব্যবস্থা অর্জন করেছিলেন, তা কেড়ে নেওয়া অনৈতিক ও অগ্রহণযোগ্য।

তিনি বলেন, ‘জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগণের কাছে দায়বদ্ধ ও জবাবদিহির রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতি প্রতিবেশী মিয়ানমারের জনগণ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে-তা’ বাংলাদেশের ভুক্তভোগী জনগণ ভালোভাবেই অনুভব করে, বিধায় বাংলাদেশের জনগণ মিয়ানমারে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অব্যাহত দেখতে চায়।’

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘গত কয়েক বছর ধরে মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত কয়েক লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অবস্থান করলেও তাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের কোনো ব্যবস্থা বাংলাদেশ সরকার করতে পারেনি।

নতুন এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি যাতে আরও দুস্কর কিংবা জটিল না হয়ে পড়ে, সে ব্যাপারে দ্রুত কার্যকর কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছে বিএনপি।’ বিডি প্রতিদিন

বাবা-ছেলেসহ সারা দেশে বাবা- ছেলেসহ প্রাণ গেল ১৮ জন

গত দুই দিনে বিষাক্ত মদপানে অন্তত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা ও ঢাকার বাইরের এসব ঘটনা ভাবিয়ে তুলেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন সংস্থাকে। কয়েকটি ঘটনায় তারা ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

বগুড়ায় বিষাক্ত মদপানে একই পরিবারের বাবা-ছেলেসহ মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ১২ জনে দাঁড়িয়েছে। একদিনের ব্যবধানে অসুস্থ থাকা আরো ৭ জন মারা গেছেন।

বগুড়া পুলিশ বিভাগ বলছে, ১০টি লাশ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর

রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। ময়নাতদন্তে জানা যাবে তাদের মৃত্যুর কারণ। অপর দু’জন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

এদিকে, মদপানে অসুস্থ রঞ্জুর ভাই মনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে গত সোমবার রাতে বগুড়া সদর থানায় মামলা করেছেন। এই মামলায় বগুড়া শহরের পারুল হোমিও হল, খান হোমিও হল ও পুনম হোমিওসহ কয়েকজন হোমিও ব্যবসায়ীকে দায়ী করেছেন।

বগুড়ার পুলিশ সুপার আলী আশরাফ ভুঞা জানান, বগুড়ায় বিষাক্ত মদপানে এখন পর্যন্ত চারজন মারা গেছে। অন্য যাদের নাম এসেছে তাদের বিষয়ে তদন্ত চলছে। তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বিষাক্ত মদপানে সর্বশেষ মারা যাওয়া তিনজন হলেন, বগুড়া শহরের তিনমাথা পুরান বগুড়া দক্ষিণপাড়ার পাদুকা শ্রমিক প্রেমনাথ রবিদাস (৭০), বগুড়া সদরের ফুলবাড়ী মধ্যপাড়ার রিকশাচালক আব্দুল জলিল (৬৫), ফাঁপোড় পশ্চিমপাড়ার রিকশাচালক জুলফিকার আলী (৫৫) এবং মঙ্গলবার বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার দুরুলিয়া গ্রামে বিষাক্ত মদপানে মারা যায় মেহেদি হাসান (২৫) ও উপজেলার কাটাবাড়িয়া গ্রামের আবদুল আহাদ (৩০)।

এর আগে গত সোমবার জেলা শহরের কয়েকটি এলাকায় মারা যায় পুরান বগুড়া দক্ষিণপাড়ার প্রেমনাথ রবিদাসের পুত্র সুমন রবিদাস (৩০) ও একই পরিবারের সদস্য রামনাথ রবিদাস (৬০), পুরান বগুড়া তিনমাথার জিলাদারপাড়ার রাজমিস্ত্রি রমজান আলী (৬৫), ফুলবাড়ী দক্ষিণপাড়ার এলাকার দিনমজুর মো. পলাশ (৩৫), কাটনারপাড়া হটুমিয়া লেন শ্রমিক সাজু প্রাং (৫৫) ও মোজাহার আলী (৭৫) ও কাহালু পৌর এলাকার অটোরিকশার চালক আবুল কালাম (৫০)।

এদিকে পুলিশ বলছে, মোজাহার আলীসহ দুইজন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। এ কারণে ১০টি লাশের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।

মারা যাওয়া সুমন রবিদাসের ভাই সাগর রবি দাস জানান, ময়নাতদন্ত শেষে তার পিতা প্রেমনাথ রবিদাস, ভাই সুমন রবিদাস ও কাকা রামনাথ রবিদাসের লাশ বুঝে পেয়েছেন। তার পরিবারে একদিনে তিনটি লাশ সৎকার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বগুড়া সদর থানা সূত্রে জানা যায়, গত ৩১ জানুয়ারি রাতে পুরান বগুড়া, ভবের বাজার, কালিতলা, ফুলবাড়ি ও কাটনারপাড়া এলাকায় আলাদা

করে বিষাক্ত মদপান করে বেশ কয়েজন।

বিষাক্ত মদপানে অসুস্থ হয়ে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে শিববাটি এলাকার হোটেল শ্রমিক রঞ্জু মিয়া (৪০), ফুলবাড়ী এলাকার বিদ্যুতের মিস্ত্রি আইয়ুব আলী
(৩৯) ও একই এলাকার পায়েল (৩৮)।

বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ূন কবির জানান, রঞ্জু মিয়ার ভাই বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। ওই মামলায় পারুল, পুনম, খান নামের তিনটিসহ কয়েকটি হোমিও হলের নামে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযুক্ত হোমিও ব্যবসায়ীদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

বগুড়ার শাজাহানপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আম্বার হোসেন জানান, মঙ্গলবার শাজাহানপুর উপজেলার দুরুলিয়া গ্রামে বিষাক্ত মদপানে মারা গেছে খবর পেয়ে মেহেদি হাসান (২৫) ও উপজেলার কাটাবাড়িয়া গ্রামের আবদুল আহাদ (৩০) নামে দুইজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশ দুটি বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত করা হয়। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে পরবর্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর মধ্যে মেহেদী পেশায় একজন থ্রী হুইলার সিএনজি অটোরিকশা টেকনিশিয়ান ও আহাদ পেশায় একজন ভুমি সার্ভেয়ার।

এছাড়াও একই দিন সকালে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি পাবলিক রিলেশন এজেন্সির দুই কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন- শিহাব জহির ও মীর কায়সার।

হাসপাতাল সূত্র জানায়, ওই দুজনসহ আরও কয়েকজন গাজীপুরের একটি রিসোর্টে যান। সেখান থেকে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়েন তারা। অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হলে দুজন মারা যান। গতকাল সকালে মহাখালীর ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই তিনজনের মধ্যে জহিরের মৃত্যুর ঘটনায় কাফরুল থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেলিমুজ্জামান।

গাজীপুরের ওই রিসোর্টে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিজ্ঞাপণী সংস্থা ফোরথপিআরের ৪৩ জন কর্মী নিজেরাই একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। প্রতি চার বছরে একবার এ ধরনের একটি আয়োজন করেন তারা। সেখানে তারা মদপানের পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে ঢাকার কোনো বারে মদ না পেয়ে তারা গাজীপুরে গিয়ে স্থানীয় একজনকে দিয়ে মদ কিনে আনান। মদ

খেয়ে ঢাকায় ফেরার পথে গাড়িতেই অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর সকালে দুজন মারা যান।

এ ছাড়া অসুস্থ অবস্থায় সাতজনকে রাজধানীর কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এসব বিষয়ে জানতে চাইলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের মহাপরিচালক (ডিজি) মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার বলেন, ‘ঘটনাগুলো আমাদের নজরে এসেছে। আমরা তো মদ আমদানি করি না। আমরা শুধু লাইসেন্স দিই। তবে মারা যাওয়ার ঘটনায় খতিয়ে দেখা হচ্ছে যে মদগুলো কাদের কাছ থেকে কেনা হয়েছে।’ এদিকে মদপানে রাজধানীতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার বন্ধুদের সঙ্গে ইউল্যাবের ওই ছাত্রী উত্তরার একটি রেস্তোরাঁয় যান। সেখানে অসুস্থতা বোধ করলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বন্ধুর বাসায়। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় শনিবার তাকে রাজধানীর আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার মৃত্যু হয় তার।

মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল লতিফ জানান, মারা যাওয়া ওই ছাত্রীসহ পাঁচজন গত শুক্রবার উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টরে ব্যাম্বুশুট নামে একটি রেস্তোরাঁয় যান।

সেখানে তারা মদ পান করেন। এরপর ওই ছাত্রীসহ তার আরেক বন্ধু আরাফাতও অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আনোয়ার খান মডার্নে মেয়েটির মৃত্যু হয়।

এদিকে আরাফাতও অসুস্থ হয়ে গত শুক্রবারই সিটি হাসপাতালে মারা যান। তবে পুলিশ ওই খবর জানতে পারে গতকাল। মারা যাওয়া মেয়েটির বাবা থানায় মামলা করেছেন। মামলায় তিনি অভিযোগ করেছেন, তার মেয়েকে তাফসীরের বাসায় নিয়ে ‘ধর্ষণ করে’ তার ছেলেবন্ধু রায়হান।

দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ গবেষণা সংস্থা ব্রি

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লডার ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গ্লোভাল থিঙ্ক ট্যাঙ্কস জরিপে খাদ্য নিরাপত্তা ও এ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন নিয়ে গবেষণাকারী দক্ষিণ এশিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শীর্ষ অবস্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। গত বছরও ব্রি একই ক্যাটাগরিতে শীর্ষ স্থানে ছিল।

সারাবিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে এমন ৬৮টি গবেষণা ও নীতি নির্ধারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিচালিত এই জরিপে ব্রি দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে এবং সারা বিশ্বে ১৬তম অবস্থানে রয়েছে। একই তালিকায় ভারতের ইন্টারন্যাশনাল ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর সেমি এরিড ট্রপিক (আইসিআরআইএসএটি) ২৯তম, বাংলাদেশের সিপিডির অবস্থান একই বিভাগে ৩৫তম এবং ফিলিপাইনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) ২৯তম স্থানে রয়েছে।

গত ২৮ জানুয়ারি পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের থিঙ্ক ট্যাঙ্কস অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি প্রোগ্রাম (টিটিসিএসপি) এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করে।

পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লডার ইনস্টিটিউটের থিঙ্ক ট্যাঙ্কস এবং সিভিল সোসাইটি প্রোগ্রাম (টিটিসিএসপি) বিশ্বব্যাপী সরকার এবং নাগরিক নীতিমালা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে। ২০০৬ সালে সূচকটি চালু হওয়ার পরে গ্লোভাল থিঙ্ক ট্যাঙ্কস সূচক বা জিজিটিটিআইয়ের ১৫তম গবেষণা প্রতিবেদন এটি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ব্রিসহ ৪৬টি থিঙ্ক ট্যাঙ্কস রয়েছে যারা খাদ্য ও এ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন নিয়ে কাজ করে। এটি সারা বিশ্বে ১৭৯৬ টিরও বেশি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, একাডেমিয়া, সরকারি ও বেসরকারি দাতাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করে।

জিজিটিটিআই ইনডেক্সে ২০২০ সালে ১৮টি ক্যাটাগরিতে বিশ্বব্যাপী ১৭৪টি প্রতিষ্ঠানকে শীর্ষস্থানীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্কস হিসাবে নির্বাচন

করা হয়েছে। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ব্রি ৬৮টি খাদ্য সুরক্ষা ও নীতি গবেষণা সংস্থার মধ্যে ১৬তম অবস্থানে উঠে এসেছে।

নিরাপদ খাদ্য দিবস আজ

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস আজ মঙ্গলবার (২ ফেব্রুয়ারি)। দিবসটিতে এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘টেকসই উন্নয়ন-সমৃদ্ধ দেশ, নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশ’।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ) কার্যক্রম সর্বসাধারণকে অবহিতকরণ এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুত, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বিষয়ে সর্বস্তরে জনসচেতন বৃদ্ধিই এ দিবসের প্রধান লক্ষ্য।

প্রতিবছরের ২ ফেব্রুয়ারি দিবসটি উপলক্ষে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এবারও সারা দেশের জেলাগুলোতে আলোচনা সভা ও র্যালি হবে। তবে রাজধানীতে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ১৮ ফেব্রুয়ারি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি ওই অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকবেন বলে জানিয়েছে বিএফএসএ।

২০১৮ সালে দেশে প্রথমবারের মতো পালিত হয় নিরাপদ খাদ্য দিবস। ওই বছর সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে সচেতন করে তোলার অংশ হিসেবে ২ ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিএফএসএ’র প্রতিষ্ঠার দিনটিকেই এই দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

সেনাবাহিনীর হাতে সু চিসহ মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট আটক

মিয়ানমার ক্ষমতাসীন দলের প্রধান অং সান সু চিকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। এছাড়াও দেশের প্রেসিডেন্ট উইন মিন্টসহ কয়েকজন নেতাকে আটক করা হয়েছে। সোমবার সকালে (০১ ফেব্রুয়ারি) তাদের আটক করা হয় বলে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসির (এনএলডি) এক মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন।

বিবিসি জানিয়েছে, এই ঘটনা এমন সময় ঘটছে যখন মিয়ানমারে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গত বছর নভেম্বরের নির্বাচনে অং সান সুচির এনএলডি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু সেনাবাহিনী নির্বাচনে জালিয়াতির অভিযোগ তোলে। সোমবার নবনির্বাচিত সংসদের প্রথম বৈঠক হবার কথা, কিন্তু সেনাবাহিনী অধিবেশন স্থগিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।

এনএলডির মুখপাত্র মিও নিয়ুন্ট ফোনে রয়টার্সকে বলেন, ‘সু চি ও প্রেসিডেন্ট উইন মিন্টসহ অন্য নেতাদের খুব সকালে ‘‘তুলে নিয়ে’’ যাওয়া হয়।’

তিনি বলেন, আমি দলের নেতাকর্মীদের বলবো আপনারা খুব তাড়াতাড়ি এর প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। আমি চাই আপনারা আইন মেনে চলুন।’ নিজে আটকের বিষয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেন এই নেতা। এরপর আর তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

তবে এ বিষয়ে সেনাবাহিনীর বক্তব্য জানার চেষ্টা করা হলে তাদের কোনো মুখপাত্র ফোন ধরেননি। এদিকে, সকালে মিয়ানমারের রাজধানী নাইপিদোতে কোনো ফোন সংযোগ পাওয়া যায়নি।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ‘দেশের প্রধান শহর ইয়াংগুনের সিটি হলের সামনে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।’

এনএলডির এক আইনজীবী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘সু চি ও

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যাদের আটক করা হয়েছে তাদের মধ্যে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হান থার মিন্ট রয়েছেন।’

সাবরিনার বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবেদন ৩ মার্চ

প্রথম জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) তথ্য গোপন করে দ্বিতীয় এনআইডি করার অভিযোগে করা মামলায় জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের সাবেক চিকিৎসক সাবরিনা শারমিনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ৩ মার্চ দিন ধার্য করেছেন আদালত।

সোমবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মামুনুর রশীদের আদালত এ আদেশ দেন। এদিন মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। কিন্তু মামলার তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল না করায় আদালত নতুন দিন ধার্য করেন।

গত বছরের ৩০ আগস্ট বাড্ডা থানায় ডা. সাবরিনার বিরুদ্ধে মামলাটি করেন গুলশান থানা নির্বাচন অফিসার মোহাম্মদ মমিন মিয়া। ২০১০ সালের জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইনের ১৪ ও ১৫ ধারায় মামলাটি করা হয়।

ইসি সূত্র জানায়, ডা. সাবরিনার দুই এনআইডিতে স্বামীর নাম দুরকম উল্লেখ আছে। একটি এনআইডির চেয়ে অন্যটিতে বয়স কম দেখানো হয়েছে। বর্তমান তার দুটি এনআইডি-ই ব্লক করে দেয়া হয়েছে। বিষয়টি নজরে আসার পর বিস্তারিত জানতে ইসির কাছে তথ্য চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

অন্যদিকে, করোনার ভুয়া রিপোর্ট দেয়ার অভিযোগে প্রতারণার মামলায় জেকেজি হেলথকেয়ারের চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনা চৌধুরী ও সিইও আরিফুল হক চৌধুরীসহ আটজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে। করোনাভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা না করেই ভুয়া রিপোর্ট দেয়ার অভিযোগ এনে গত ২৩ জুন তেজগাঁও থানায় মামলাটি করেন কামাল হোসেন নামে এক ব্যক্তি।

থমকে আছে মাদক মামলার বিচার

ঢাকা মুখ্য মহানগর আদালত ভবনে সাধারণ নিবন্ধন শাখা (জিআর)। হেঁটেই এক আদালত থেকে আরেক আদালতে যাওয়া যায়। কিন্তু তিন বছরে একবারও সেখানে সাক্ষ্য দিতে যাওয়ার সময় হয়নি জিআর শাখায় কর্মরত এক কর্মকর্তার। তিনি আগে যাত্রাবাড়ী থানায় কর্মরত ছিলেন। এ থানারই একটি মাদক মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও সাক্ষী তিনি। এ ছাড়া ২৬ বছর ধরে আরেকটি মামলায় হাজির হচ্ছেন না তদন্ত কর্মকর্তা ও জব্দ তালিকার সাক্ষীরা। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ না হওয়ায় ১৭ বছর ধরে বিচারকাজ চলছে দেশের প্রথম ইয়াবা মামলার। শুধু পাঁচ বছর ধরে বিচারের অপেক্ষায় ঝুলে আছে ২৬ হাজারের বেশি মাদক মামলা।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, মাদক মামলার বেশির ভাগ সাক্ষী পুলিশ। সাক্ষীকে আদালতে হাজির করানোর দায়িত্ব যেখানে পুলিশের, সেখানে পুলিশ সদস্য হয়েও তারাই সাক্ষ্য দিতে যাচ্ছেন না। এতে থেমে থাকছে মাদক মামলার বিচার। পুলিশ বাদী এসব মামলা পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন পাবলিক প্রসিকিউটররা (পিপি)। অথচ তারাও মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে কোনো খোঁজ রাখেন না। ঢাকা মহানগর আদালতগুলোয় বিচারাধীন ও বিচার সম্পন্ন হওয়ার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি পিপি কার্যালয়ে।

অবশ্য মাদক মামলার সাক্ষী পুলিশ সদস্যদের কারও কারও দাবি, কর্মস্থল পরিবর্তন হওয়ায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরনো ঠিকানায় সমন যাচ্ছে। এ কারণে তারা সাক্ষ্য দিতে যেতে পারছেন না। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উপ-কমিশনার (ডিসি-প্রসিকিউশন) জাফর হোসেন এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘সাক্ষী না পাওয়ায় হয়তো মামলাগুলো থেমে থাকে। এ ছাড়া যে পরিমাণ মামলা সে অনুসারে আদালতের সংখ্যা বাড়েনি। এক আদালতে দেখা গেছে অনেক মামলা। তবে আমরা সমন পেলে সাক্ষী হাজির করানোর চেষ্টা করি। অনেক সময় দেখা গেছে সমনের আদেশ হয়েছে, কিন্তু ইস্যু হয়নি।’ ডিবি ও থানা পুলিশের অন্তত ১০ জন মাদক মামলার তদন্ত কর্মকর্তার সঙ্গে কথা হয় এই প্রতিবেদকের। তারা জানান, মাদক ছাড়াও বিভিন্ন মামলার তদন্তের দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত থাকে। এর পরও আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে নানা বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। দেখা গেছে এক মামলার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সারা দিন

চলে গেছে। এমন নানা কারণে তারা সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

একদিকে যেমন মাদক মামলার বিচার থেমে থাকছে অন্যদিকে প্রতিদিনই থানায় মাদকের মামলা বাড়ছে। সদ্যপ্রকাশিত সুপ্রিম কোর্টের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের নিম্ন আদালতে ১ লাখ ৭৭ হাজার ৮৯টি মাদক মামলা বিচারাধীন। এর মধ্যে ২৬ হাজার ১২৪টি পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্পত্তির অপেক্ষায়। এ ছাড়া উচ্চ আদালতের নির্দেশে স্থগিত মামলা ৩০টি। গত বছরের অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে মাদক মামলার সংখ্যা বেড়ে এখন ২ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। ২০১৯ সালে ঢাকা মহানগরীর (ডিএমপি) থানাগুলোয় মাদকের মোট মামলা হয়েছে ১৬ হাজার ৮৮০টি। গ্রেফতার করা হয় ২৫ হাজার ৮৩৫ জনকে।

আর গত বছরে মাদক মামলা হয়েছে ১২ হাজার ৬১৯টি এবং গ্রেফতার করা হয় ১৮ হাজার ৫৫৫ জনকে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের হিসাবে ২০০৯ সাল থেকে গত বছরের জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন মাদকদ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায় মামলা হয়েছে ৭ লাখ ৫৪ হাজার ৭৬৫টি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-তে বলা হয়েছে, বিচারের জন্য অভিযোগ আমলে নেওয়ার তারিখ থেকে ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে। তা না হলে আরও ৩০ কার্যদিবস বাড়ানো যাবে। এর মধ্যে না হলে আরও ১৫ কার্যদিবস বাড়ানো যাবে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, সাবেক ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট মোতাহার হোসেন সাজু বলেন, ‘মাদক মামলার সাক্ষী হাজিরের ক্ষেত্রে সরকারপক্ষের প্রসিকিউটরের অনীহা দেখা যায়। আর পুলিশ যেখানে সাক্ষী সেখানে সাক্ষী হাজির করানো হয় মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে। যখন সাক্ষী হাজির হয় না তখন সে বিষয়টি মনিটরিং করার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই।’

২৬ বছরের পুরনো মামলা : সাক্ষী হাজির করতে না পারায় ২৬ বছর ধরে ঝুলে আছে রাজধানীর কোতোয়ালি থানার একটি মামলা। ১৯৯৪ সালের ১৯ এপ্রিল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুরান ঢাকার ইসলামপুরে অভিযান চালায় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। অভিযানে মেহেদী হাসান ও ইউসুফের কাছ থেকে ৫০০ গ্রাম হেরোইন জব্দ করা হয়। পরে সিআইডির পরিদর্শক শেখ আলী হায়দার বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় মামলা করেন। যার নম্বর ৩০(০৪)৯৪। আট বছর পর ২০০২ সালের ১৯ আগস্ট দুই আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়। এরপর ১৮ বছর চলে গেছে। কিন্তু সাক্ষী হাজির হয়নি।

সূত্র জানান, ১১ সাক্ষীর মধ্যে মাত্র তিনজন সাক্ষ্য দিয়েছেন। অন্যদের মধ্যে আছেন তৎকালীন সিআইডির পুলিশ পরিদর্শক পরিতোষ বণিক, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার তুলা পুষ্করিণী গ্রামের শাহজাহান ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার শ্যামবাড়ী গ্রামের ইউনুস চৌধুরী। বাকি সাক্ষীদের নাম-ঠিকানা স্পষ্ট নয়। ২০১৮ সালের ২০ মার্চ এ মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য দিন ধার্য ছিল ঢাকার চতুর্থ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতে। সম্প্রতি ওই আদালতে মামলাটির সর্বশেষ অবস্থা জানতে গেলে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

অনুসন্ধানে জানা যায়, মামলাটির অন্যতম সাক্ষী সিআইডির পুলিশ পরিদর্শক পরিতোষ বণিক ২০০২ সালে ঢাকা জেলা পুলিশ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তার গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার পুটিজানা ইউনিয়নের দেবগ্রামের পন্ডিতবাড়ি খোঁজ করে জানা যায় তিনি বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন। পুটিজানা ইউপি চেয়ারম্যান ময়েজ উদ্দিন তরফদার জানান, পরিতোষ তার সব জমিজমা বিক্রি করে প্রায় ২০ বছর আগে ভারতে চলে গেছেন।

সাক্ষী হাজির না হওয়ায় দেশের প্রথম ইয়াবা মামলাটি ঝুলে আছে ১৭ বছর ধরে: ২০০২ সালের ডিসেম্বরে গুলশান নিকেতনে অভিযান চালিয়ে ইয়াবাসহ শফিকুল ইসলাম ওরফে জুয়েল নামে একজনকে গ্রেফতার করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর। তার দেওয়া তথ্যে বনশ্রী থেকে শামসুল ইসলাম ও রফিকুল ইসলাম নামে আরও দুজন গ্রেফতার হন। এরা তিনজনই এখন জামিনে আছেন বলে জানা গেছে। সংস্থার পরিদর্শক এনামুল হক ওই বছরের ১৯ ডিসেম্বর গুলশান থানায় একটি মামলা করেন।

তদন্ত শেষে পরের বছরের ১৪ জানুয়ারি আদালতে চার্জশিট জমা দেয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর। অভিযুক্ত আরও দুজন সোমনাথ সাহা ও এমরান হক এখনো পলাতক।

সর্বশেষ ১১ জানুয়ারি পরিবেশ আদালতে মামলাটির সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য ছিল। এ মামলারও ১৫ সাক্ষীর মধ্যে মাত্র দুজন সাক্ষ্য দিয়েছেন। সাক্ষ্য না দেওয়া ১৩ জনের মধ্যে রয়েছেন মাদকদ্রব্যের পরিদর্শক এনামুল হক, উপপরিচালক ড. আমিনুল ইসলাম ও হাফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক আমজাদ হোসাইন, হাফিজুর রহমান ও জাহিদ হোসাইন মোল্লাহ, চিফ ফরেনসিক অফিসার দুলাল কৃষ্ণ সাহা, এসআই আবহসান হাবিব ও এসআই সানোয়ার হোসাইন। বাকি চারজন সাধারণ মানুষ। তারা হলেন আবু কাজী, নুরুজ্জামান, ফাহিম হাসান ও হেমায়েত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিই চ্যালেঞ্জ ১৪ লাখ শিক্ষার্থীর

দেশের প্রায় ১৪ লাখ এইচএসসি ও সমমান উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। ভালো ফল পেয়েও এবার মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারার শঙ্কা রয়েছে এই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। কারণ এ বছর পাস ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তি উভয় ক্ষেত্রেই রেকর্ডের সৃষ্টি হয়েছে।

করোনা মহামারীর কারণে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় যেসব শিক্ষার্থী পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন তাদের সবাইকেই উত্তীর্ণ করানো হয়েছে এবার।

এইচএসসিতে এবার ১৩ লাখ ৬৭ হাজার ৩৭৭ জন ছাত্র-ছাত্রী পাস করেছেন। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ লাখ ৬১ হাজার ৮০৭ জন। এসব শিক্ষার্থীর প্রধান আকর্ষণ থাকবে সরকারি মেডিকেল-ডেন্টাল কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তিতে। এর পাশাপাশি হাতে গোনা কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পছন্দের তালিকায় থাকে।

স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, সরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজে ৪ হাজার ৮৮২টি আসন রয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বাদে সারা দেশের ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে স্নাতক পাস/স্নাতক সম্মান ও সমমান পর্যায়ে ভর্তিযোগ্য আসন রয়েছে মোট মাত্র ৪৭ হাজার ১৭১টি। সে হিসাবে শুধু জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরাও এসব মেডিকেল কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবেন না।

এইচএসসিতে ভালো ফল পাওয়া শিক্ষার্থীরা তাই এখন মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। দিনাজপুর সরকারি কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পাওয়া শামসুন্নাহার কলি জানান, পরীক্ষা না নিয়ে মূল্যায়ন করে ফল দেওয়ায় গত বছরের চেয়ে তিনগুণের বেশি শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এতে অনেক শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার ভালো বিদ্যাপীঠে ভর্তির সুযোগ পাওয়া কঠিন হয়ে গেল।

কারণ এসএসসি ও এইচএসসির জিপিএকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা হয়। এদিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দফায় আবেদনের সুযোগ থাকে শিক্ষার্থীদের। অন্তত ৫০ হাজার শিক্ষার্থী এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য দ্বিতীয় দফায় প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। এইচএসসি উত্তীর্ণ প্রায় ১৪ লাখ শিক্ষার্থীর সঙ্গে ভর্তিচ্ছুর তালিকায় যুক্ত হবে আগের বছরের ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরাও। সে হিসাবে বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষার্থীকে পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ না পেয়ে ভর্তি হতে হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কলেজ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ (২০১৯) প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে স্নাতক পাস/স্নাতক সম্মান ও সমমান পর্যায়ে ভর্তিযোগ্য মোট আসন রয়েছে মাত্র ৪৭ হাজার ১৭১টি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তিযোগ্য আসন রয়েছে ৮ লাখ ৭২ হাজার ৮১৫টি। ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন রয়েছে ৬ হাজার ৭৫টি।

সব মিলিয়ে ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন রয়েছে মাত্র ৯ লাখ ২৬ হাজার ৬১টি। এ ছাড়া ইউজিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের ১০৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পাস/ স্নাতক সম্মান ও সমমান পর্যায়ে ভর্তিযোগ্য মোট আসন রয়েছে ১ লাখ ৮৫ হাজার ১৫৭টি। সব মিলিয়ে সারা দেশে ১১ লাখ ১১ হাজার ২১৮ জন শিক্ষার্থীর ভর্তিযোগ্য আসন রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়া নিয়ে শিক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে গতকাল ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি সাংবাদিকদের বলেন, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গত বছর যে সুযোগ ছিল, এবার স্বাভাবিকভাবে একটু বেড়েছে। সবাইকেই এ পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে, বিভিন্নভাবে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে নিজেদের মেধার পরিচয় দিয়েই ভর্তির সুযোগ পাবে তারা।

মন্ত্রী বলেন, পাস করা সব শিক্ষার্থী ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ না পেলেও ভর্তির সুযোগ রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি কলেজে পর্যাপ্ত আসন রয়েছে ভর্তির জন্য। ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে নিজের স্থান তৈরি করতে হবে তাদের। এবার ভর্তি পরীক্ষায় হয়রানি কমাতে গুচ্ছ পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা আয়োজন করা হবে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী।

সবাই পাস, জিপিএ-৫ দেড় লক্ষাধিক

করোনা মহামারীর কারণে পরীক্ষা ছাড়াই অষ্টম শ্রেণির জেএসসি-জেডিসি এবং এসএসসি ও সমমানের ফলের ভিত্তিতে গতকাল এইচএসসি ও সমমান ২০২০-এর ফল প্রকাশ করেছে সরকার। ফলাফলে শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৮০৭ ছাত্র-ছাত্রী। এই জিপিএ-৫ প্রাপ্তি অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ফল প্রকাশ উপলক্ষে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। পরীক্ষা না নিয়ে মূল্যায়নের মাধ্যমে ফল প্রকাশের কারণে ফলাফলের অপেক্ষায় থাকা ১৩ লাখ ৬৭ হাজার ৩৭৭ জন ছাত্রছাত্রীর সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে।

ফলাফল পরিসংখ্যানে দেখা গেছে- গত বছর ১৩ লাখ ৩৬ হাজার ৬২৯ এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৯ লাখ ৮৮ হাজার ১৭২ জন। শতকরা পাসের হার ছিল ৭৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৪৭ হাজার ২৮৬ জন। শতকরা হিসাবে এটি ৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ। এ বছর ১১ দশমিক ৮৩ শতাংশ শিক্ষার্থীর ফলাফলে জিপিএ-৫ এসেছে।

নয়টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডে উত্তীর্ণ ১১ লাখ ৪৫ হাজার ৩২৯ শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৬১৪ জন। শতকরা ১৩ দশমিক ৪১ শতাংশ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে উত্তীর্ণ ৮৮ হাজার ৩০২ শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৪৮ জন। শতকরা হিসাবে এটি ৪ দশমিক ৫৮ শতাংশ। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে উত্তীর্ণ ১ লাখ ৩৩ হাজার ৭৪৬ শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ১৪৫ জন। শতকরা হিসাবে ৩ দশমিক ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

পাসে এগিয়ে ছাত্ররা : এ বছর ১১টি শিক্ষাবোর্ডে ছাত্র ছিল ৭ লাখ ৬ হাজার ৮৮৫ জন। ছাত্রী ছিল ৬ লাখ ৬০ হাজার ৪৯২ জন। সব পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হওয়ায় পাসের সংখ্যায় এগিয়ে আছেন ছেলেরা। তবে জিপিএ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন মেয়েরা। ৭৮ হাজার ৪৬৯

ছাত্র ও ৮৩ হাজার ৩৩৮ জন ছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছেন। বিদেশের আট কেন্দ্রে ২১৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬২ জন।

এগিয়ে ঢাকা বোর্ড: বোর্ডভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে- ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষার্থী বেশি থাকায় ফলের ক্ষেত্রেও এগিয়ে আছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। এ বোর্ডে ৩ লাখ ২৬ হাজার ৪১ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। জিপিএ-৫ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও এগিয়ে আছে এ বোর্ড। এ বোর্ডে ৫৭ হাজার ৯২৬ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এ ছাড়া রাজশাহীতে ২৬ হাজার ৫৬৮, কুমিল্লায় ৯ হাজার ৩৬৪, যশোরে ১২ হাজার ৮৯২, চট্টগ্রামে ১২ হাজার ১৪৩, বরিশালে ৫ হাজার ৫৬৮, সিলেটে ৪ হাজার ২৪২, দিনাজপুরে ১৪ হাজার ৮৭১ এবং ময়মনসিংহ বোর্ডের ১০ হাজার ৪০ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন।

সাবজেক্ট ম্যাপিংয়ে জিপিএ-৫ হারালেন ৩৯৬ শিক্ষার্থী: করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে পরীক্ষা না নিয়ে দুই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চমাধ্যমিকের ফল তৈরিতে ‘সাবজেক্ট ম্যাপিং’ করায় আগের দুই পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেলেও এবার ৩৯৬ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পাননি। এ ছাড়া জেএসসি-জেডিসি এবং এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ না পেলেও এবারের মূল্যায়নের ফলাফলে ১৭ হাজার ৪৩ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছেন। ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি জানান, জেএসসি ও এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেলেও ২০১৭ সালে এইচএসসিতে ১৭ হাজার ৩৭১ জন, ২০১৮ সালে ৫২ হাজার ৬৩৪ জন এবং ২০১৯ সালে ৪৫ হাজার ৮৬৫ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পাননি।

অপরদিকে জেএসসি-জেডিসি এবং এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ না পেলেও ২০১৭ সালে ৬ হাজার ৯৭৬ জন, ২০১৮ সালে ৪ হাজার ১৫৭ জন এবং ২০১৯ সালে ৮ হাজার ৫৭০ জন শিক্ষার্থী এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছিল বলেও জানান তিনি। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, জেএসসি ও সমমান এবং এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার গড় মানের ভিত্তিতে এইচএসসির ফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জেএসসি ও সমমানের ২৫ শতাংশ এবং এসএসসি ও সমমানের ৭৫ শতাংশ গড় নম্বর বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রে এসএসসি ও সমমান এবং এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে ফল প্রস্তুত করা হয়। ফল নির্ধারণের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে আট সদস্য বিশিষ্ট পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পরামর্শক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সাবজেক্ট ম্যাপিং করে ফল প্রকাশ করা হয়।

এ ছাড়া উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রুপ/বিভাগ পরিবর্তনকারী পরীক্ষার্থী, বোর্ড পরিবর্তন পরীক্ষার্থী, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী অনিয়মিত পরীক্ষার্থী, মানোন্নয়ন ও প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ফল পরামর্শক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে করা হয়। মন্ত্রী বলেন, এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীরা ফরম পূরণের সময় যে অর্থ জমা দিয়েছিলেন, পরীক্ষা না হওয়ায় তার কিছু অংশ ফেরত পাবেন তারা।

কলেজে ছিল না শিক্ষার্থীদের কোলাহল-উচ্ছ্বাস : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এইচএসসির ফলাফলেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল না কলেজগুলোতে। চিরচেনা কোলাহলও ছিল না কলেজের সামনে। করোনা পরিস্থিতিতে এবারের ফল অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জমায়েত না হওয়ার নির্দেশনা ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের ওয়েবসাইট (www.educationboardresults.gov.bd) ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে ফল পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। ফল পাওয়া যাবে মোবাইলে এসএমএস করেও। এ জন্য HSC লিখে স্পেস দিয়ে শিক্ষা বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর দিয়ে স্পেস দিয়ে রোল লিখে স্পেস দিয়ে ২০২০ লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে।

ফলাফলের রিভিউ শুরু ৩১ জানুয়ারি: ঘোষিত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলে যারা খুশি হতে পারেননি, তারা আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে ফল রিভিউয়ের আবেদন করতে পারবেন। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফলাফল রিভিউয়ের আবেদন করা যাবে জানিয়ে গতকাল নোটিস জারি করেছে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি। শুধু টেলিটকের প্রিপেইড মোবাইল থেকে ফল রিভিউয়ের আবেদন করা যাবে। ম্যানুয়ালি কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

রিভিউ আবেদন করতে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে জঊঠ লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে। শিক্ষার্থী প্রতি আবেদন ফি ১২৫ টাকা। শিক্ষামন্ত্রী গতকাল ফলপ্রার্থীদের উদ্দেশে বলেন, যদি মূল্যবোধ তৈরি না হয়, তাহলে শুধু বেশি নম্বর পেয়ে কী হবে। মানবিক গুণে গুণান্বিত হও। চারপাশে তাকাও। মানুষকে ভালোবাস। নীতিনৈতিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠ। স্বদেশ প্রেমে উজ্জীবিত হও। নিঃস্বার্থ চিত্তে মানব কল্যাণে নিবেদিত হও।

অভিভাবকদের বলেন, সন্তানদের অসুস্থ প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেবেন না। স্বার্থপর হিসেবে গড়ে তুলবেন না। দেশের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়ার শিক্ষা যদি আপনার সন্তান না পায়, মনে রাখবেন এ শিক্ষা অর্থবহ হবে না। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। যারা শিক্ষকতা পেশায় আছেন, তাদের দায়িত্ব অনেক অনেক বেশি। মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক তৈরির ক্ষেত্রে আপনারাই রাখতে পারেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মাহবুব হোসেনসহ বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।